হইয়াছে। এক্ষণে উপসংহারে বিশেষ বোধের জন্য দশটি অপরাধের নামোল্লেখ করা হইতেছে। যথা—(১) সাধুনিন্দা। (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের গুণ-নামাদি স্বতন্ত্র মনে করা। (৩) গুরু অবজ্ঞা। (৪) শ্রুতিশাস্ত্র নিন্দা। (৫) নামে অর্থবাদ। (৬) নামার্থের কল্পনা। (৭) নামবলে পাপে প্রবৃত্তি। (৮) শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সাম্য চিন্তা। (৯) শ্রদ্ধাহীনজনে ভক্তির উপদেশ। (১০) নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও প্রীতির অভাব।

এবং শ্রীনারদেনোক্তং বৃহন্নারদীয়ে—মহিম্নামপি যন্নাম্নঃ পারং গন্তুমনীশ্বরাঃ। মনবোঽপি মুনীন্দ্রাশ্চ কথং তং ক্ষুণ্ণধীর্ভজে॥ ইতি। অথ শ্রীরূপকীর্ত্তনম্। প্রত্যাক্রষ্টুং নয়নমবলা ইত্যাদৌ যচ্ছ্রীর্বাচাং জনয়তি রতিং কীর্ত্ত্যমানা কবীনামিতি॥ ২৬৬॥

যস্য শ্রীকৃষ্ণরূপস্য শোভাসম্পত্তিঃ কীর্ত্ত্যমানা সতী কবীনাং তৎকীর্ত্তকানাং বাচাং তৎকীর্ত্তনেষ্বেব রাগং জনয়তি। অথোক্তং শ্রীচতুঃসনেন—কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈর্নিরয়েষু নস্তাদিত্যাদৌ বাচস্ত নস্তুলসীবদ্ যদি তেঽঙ্‌ঘ্রিশোভা ইতি॥ ১১।৩০॥ রাজা শ্রীশুকম্॥ ২৬৬॥

বৃহন্নারদীয়ে শ্রীপাদ নারদও শ্রীনামকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য এইপ্রকার বলিয়াছেন—মনুগণ ও মুনীন্দ্রগণ যে শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা সাগরের পারে যাইতে অসমর্থ, ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি কেমন করিয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতে সমর্থ হইতে পারি?

অনন্তর শ্রীরূপ-কীর্ত্তন—যে শ্রীকৃষ্ণের রূপে নয়ন লাগিলে অবলাগণ সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে নয়ন ফিরাইতে অসমর্থ হয়, যে শ্রীকৃষ্ণরূপের কথা কর্ণরন্ধ্র দ্বারা সাধুগণের মনে প্রবিষ্ট হইয়া লিখিত চিত্রের মত অঙ্কিত হইয়া থাকে আর সেই হৃদয় হইতে বাহির হয় না, যে শ্রীকৃষ্ণরূপের শোভাসম্পত্তি সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান হইলে, সেই কীর্ত্তনকারীগণের বাগিন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বাক্যের শ্রীকৃষ্ণ-রূপাদি কীর্ত্তনে রাগ অর্থাৎ আকুল পিপাসা জন্মাইয়া থাকে, যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথগত যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া অসুরগণও সারূপ্যমুক্তি লাভ করিয়াছিল, সেই রূপ কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ করিয়াছিলেন? শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩০।৩।

শ্রীসনকাদি ঋষিগণ বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীহরিকে স্তব করতঃ বলিয়াছিলেন—"হে নাথ! আমাদের নিজকৃত অপরাধে নরকে যথেষ্ট জন্ম হউক, তাহাতে আমরা কিঞ্চিন্মাত্র ভীত নহি। ভ্রমর যেমন কণ্টকবিদ্ধ হইয়াও কুসুমে রাগবহন করে, তেমনই তোমার ভজনে নানা বিঘ্নপ্রাপ্ত হইয়াও যদি আমাদের চিত্ত ভ্রমরের মত তোমার চরণকমলযুগলে সতত নিরত থাকে, তুলসী যেমন নিজ-গুণের অপেক্ষা না করিয়া অর্থাৎ নিজে শ্রীকৃষ্ণবল্লভা হইয়াও তোমার চরণ